

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

37829 - যবে ব্যক্তি এশার আগে তারাবীর সালাত আদায় করে ফলেছে!

প্রশ্ন

প্রশ্ন :

আমি মসজিদে বলিম্বে প্রবশে করছি। ততক্ষণে আমার ছয় রাকাত তারাবীর সালাত ছুটে গেছে। আমি তারাবীর পর এশার সালাত আদায় করছি। তারাবীর যবে ছয় রাকাত ছুটে গেছে এর কাযা আদায় করা কি আমার উপর ওয়াজবি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এশার নামাযের আগে তারাবীর নামায পড়া ঠিক হয়নি। আপনি এশার নামাযের নিয্যত করে তারাবীর জামাতে যোগ দিতে পারতেন। দুই রাকাত পড়ে ইমাম সালাম ফরানোর পর আপনি দাঁড়িয়ে গিয়ে এশার বাকি দুই রাকাত সালাত পূর্ণ করে নতিনে পারতেন। ক্বিয়ামুল লাইল (তারাবী, বতিরি, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি) এশার সালাতের আগে হয় না; বরং পরে হয়। বরং এশার সুননত নামাযের পরে হয়। আপনি যা আদায় করছেন তা সাধারণ নফল হিসেবে বিবেচিত হবে; ক্বিয়ামুল লাইল হিসেবে ধরতব্য হবে না।

শাইখ আব্দুল আজিজ বনি বায্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল:

যদি কোন মুসলিম মসজিদে এসে লোকদেরকতোরাবীর সালাত আদায়রত অবস্থায় পায় এবং সে ব্যক্তি তখনো এশার সালাত আদায় করেনি সেক্ষেত্রে তেনি কি এশার নামাযের নিয্যতে তাদের সাথে তারাবীর জামাতে যোগ দিতে পারবে?

উত্তরে তনি বলেন:

“আলমেগণেরে দুইটা মতেরে অধিকতর সঠিক মত অনুসারে তাদের সাথে এশার নিয্যতে যোগ দিয়ে সালাত আদায় করতে কোন সমস্যা নহে। ইমাম সালাম ফরিলে তনি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর অবশিষ্ট সালাত সম্পন্ন করবনে।”যহেতু সহীহবুখারী ও সহীহ মুসলিম এ মু’আয ইবনে জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু)হতে প্রমাণিত হয়েছ যবে, তনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এশার সালাত আদায় করে নজি গোটরে ফরিয়ে গিয়ে তাদেরকে এশার সালাত পড়াতেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারটির বিরোধিতা করেননি। এ হাদিস প্রমাণ করে যে, নফল সালাত আদায়কারী ব্যক্তির পছিনে ফরয সালাত আদায়কারী ব্যক্তির সালাত আদায় করা জায়যে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে সহীহ গ্রন্থে এসেছে যে, কোন এক সালাতুল খওফ (ভয়ের সময়ের সংক্ষপেতি নামায) এর সময় এক গ্রুপকে নিয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করে সালাম ফরিয়ি ফেলেনে। আবার দ্বিতীয় গ্রুপকে নিয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করে সালাম ফরিয়ান। এক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথমবারের আদায়কৃত নামায হচ্ছে- ফরয। কিন্তু দ্বিতীয় বারের নামায তাঁর জন্য নফল, তাঁর পছিনে সালাত আদায়কারীদের জন্য ফরয। আল্লাহই তাওফিক দাতা।

[মাজমু ফাতাওয়াস্ শাইখ ইবনে বায (১২/১৮১)]

শাইখ আরও বলেন: “ সুন্নত পদ্ধতি হচ্ছে- রমজানে বা অন্য সময়ে এশার সুন্নত নামাযের পরে তাহাজ্জুদ এর সালাত আদায় করা, যমেনটনিবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করতনে। এক্ষেত্রে তাহাজ্জুদ এর সালাত বাড়ীতে বা মসজিদে আদায়ে কোন পার্থক্য নহে।”

[মাজমু ফাতাওয়াআশ শাইখ ইবনে বায (১১/৩৬৮)]

আর আপনার তারাবীর যে সালাত ছুটে গেছে সে ব্যাপারে আপনার অবকাশ রয়েছে। আপনি চাইলে তা আদায় করতে পারেন। আবার চাইলে তা ছড়েও দতিপোরনে। তারাবীর নামায নফল ইবাদত। এর কাযা আদায় করা ওয়াজবি নয়, যভোবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের কাযা আদায় ওয়াজবি।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।